বৈঠক

পর্যটকদের জন্য কবে থেকে জঙ্গল খুলে দেওয়া হবে সেই সিদ্ধান্ত নিতে বুধবার কলকাতার অরণ্য ভবনে জরুরি বৈঠক ডেকেছেন বনমন্ত্রী রাজীব বন্দ্যোপাধ্যায়।

প্রত্যেক কর্মীকে হাজিরার নির্দেশ

শিলিগুড়ি পুরনিগম

শিলিগুড়ি, ১৫ সেপ্টেম্বর : গত কয়েকমাস দীর্ঘসময় লকডাউন ও পরবর্তীতে সরকারি নির্দেশমতো প্রতিদিন ৫০ শতাংশ কর্মীর উপস্থিতির কারণে শিলিগুড়ি পুরনিগমের কর্মসংস্কৃতি নিয়ে ইতিমধ্যেই প্রশ্ন উঠতে শুরু করেছে। তাই আর ৫০ শতাংশ উপস্থিতি নয়, এখন থেকে প্রতিদিনই প্রত্যেক কর্মীকে অফিসে আসতে হবে। বিষয়টি নিয়ে এবার যথেষ্টই কড়া, শিলিগুড়ি পুরনিগমের প্রশাসকমণ্ডলীর চেয়ারম্যান অশোক ভট্টাচার্য। এদিকে, শিলিগুড়ি পুরনিগমের বিদায়ি চেয়ারম্যান দিলীপ সিংকে চেয়ারম্যান কোঅর্ডিনেটর ও বিদায়ি বিরোধী দলনেতা রঞ্জন সরকারকে বিরোধী দলনেতা কোঅর্ডিনেটর স্বীকৃতি দিতে চেয়ে রাজ্য সরকারের কাছে প্রস্তাব পাঠিয়েছিল পুরনিগমের প্রশাসকমণ্ডলী। রাজ্য সরকার দুটো প্রস্তাবেই মত দিয়েছে।

অশোকবাবু এদিন বলেন, 'পুর প্রশাসনিক কাজ, বিশেষ করে রাজস্ব সংগ্রহের কাজকে আরও শক্তিশালী করতে হবে। এতদিন লকডাউনের সুযোগ নিয়ে আমাদের কর্মচারীরা ৫০ শতাংশ আসতেন আর ৫০ শতাংশ কর্মী প্রতিদিন আসতেন না। কিন্তু এখন আমরা সিদ্ধান্ত নিয়েছি, সবাইকে সময়মতো অফিসে আসতে হবে। তাছাড়া যাঁকে যে দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে, তাঁকে তা পালন করতে হবে। যাঁরা ফিল্ডে কাজ করেন, তাঁদের ডায়ারি লিখে কাজ করতে হবে। প্রত্যেককে আরও দায়বদ্ধতা নিয়ে কাজ করতে হবে।' অশোকবাবু বলেন, 'বিভিন্ন বিভাগে উন্নয়নের যত কাজ রয়েছে, যা লকডাউনের কারণে ক্ষতি হয়েছে, ইতিমধ্যেই অনেক কাজ শুরু হয়েছে। বাকিগুলিও শুরু করতে হবে। প্রশাসকমণ্ডলীর সদস্যদেরও বলেছি, প্রত্যেককে আরও বেশি সময় দিতে। কারণ, এই সময় কাজের গতিকে বৃদ্ধি করতে হবে।' অশোকবাবু বলেন, 'মুখ্যমন্ত্রীকে একটা চিঠি দিচ্ছি। উনি বলেছিলেন, সবাইকে জমির পাট্টা দেবেন। বিশেষ করে যাঁরা সরকারি জমিতে বসে আছেন। কিন্তু আমরা অনেক জায়গায় দেখছি বস্তিবাসীদের উচ্ছেদ করা হচ্ছে। এটা কোনওভাবেই সমর্থনযোগ্য নয়। সেই কারণে আমরা মুখ্যমন্ত্রীকে চিঠি দেব। যাতে উনি বিষয়টি নিয়ে উদ্যোগ নেন। যেখানে যেখানে অস্থায়ী মার্কেট রয়েছে, সেখানে স্থায়ী মার্কেট তৈরি হোক সেটা আমরা চাই।'

এদিন অশোকবাবু বলেন, 'শিলিগুড়িতে আইন অনুযায়ী পুর কমিশনারকে চেয়ারম্যান করে সমস্ত কেন্দ্রীয় ট্রেড ইউনিয়নের প্রতিনিধিকে রেখে, ব্যবসায়ী সংগঠনের প্রতিনিধিদের নিয়ে স্ট্রিট ভেন্ডার কমিটি করেছি। যেখানে রাখা হয়েছে চারজন কোঅর্ডিনেটরকেও। শিলিগুড়ি শহরে কোথায় হকার বসতে পারবেন, কোথায় বসতে পারবেন না– সেই বিষয়ে সিদ্ধান্ত নেবে ভেন্ডার কমিটি।'

অবৈধ নির্মাণ রুখতে নোটিশ দিল পুরসভা

ইসলামপুর, ১৫ সেপ্টেম্বর : ইসলামপুর শহরের ক্ষুদিরামপল্লি এলাকার স্টেশন রোডের একটি জমির মালিক নিরুদ্দেশ হন। দীর্ঘদিন তাঁর কোনও খোঁজ নেই। সম্প্রতি তাঁর জমিতে রাতারাতি টিনের বেড়া দিয়ে ঘিরে দেন কিছু ব্যক্তি। কিন্তু সেখানে যে কোনও নির্মাণকাজ বন্ধ রাখতে মঙ্গলবার নিষেধাজ্ঞা জারি করল ইসলামপুর পুরসভা। পুরসভা জানিয়েছে, স্থানীয় বাসিন্দারা ওই জমিতে বেআইনি নির্মাণকাজ করার অভিযোগ জানান। পরবর্তী নির্দেশ না দেওয়া পর্যন্ত সবরকম নির্মাণকাজ বন্ধ রাখার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।

স্থানীয় ও পুরসভা সূত্রে জানা গিয়েছে, শহরের ক্ষুদিরামপল্লি এলাকার খোকন ঘোষের কোটি টাকার জমি নিয়ে সরগরম এলাকা। খোকনবাবু তাঁর প্রথম স্ত্রী শান্তিবালা ঘোষের নামে জমি কেনেন। তিনি শান্তিবালাদেবীর ছোট বোনকেও বিয়ে করেছিলেন। তাঁদের একমাত্র পুত্র মারা যাওয়ার পর খোকনবাবু প্রয়াত হন। এরপর শান্তিবালাদেবী নিখোঁজ হন। তারপর মারা যান তাঁর দ্বিতীয় স্ত্রী। তারপর বাড়িটি ফাঁকা পড়ে থাকে। সম্প্রতি ওই জমি টিনের বেড়া দিয়ে ঘিরে দেওয়া হয়। নির্মাণকাজের উদ্দেশ্যে ওই জমিতে নির্মাণসামগ্রী ফেলা হয় বলে অভিযোগ। স্থানীয় বাসিন্দা ইকবাল আহমেদ বলেন, 'বেশ কিছুদিন থেকেই ওই জমি দখলের চেষ্টা হচ্ছিল। টিনের বেড়া দিয়ে ঘেরা হয়। পরিস্থিতি দেখে আমরা ওই ওয়ার্ডের বাসিন্দারা মিলে পুরসভা ও প্রশাসনকে জানাই। কোটি টাকার ওই জমি যেন কোনও অবস্থাতেই বেদখল না হয়ে যায়। শান্তিবালা ঘোষ ফিরে না এলে ওই জমি সমাজকল্যাণে লাগানো হোক। আমাদের আবেদনের ভিত্তিতে পুরসভা ওই জমিতে কাজ বন্ধের নোটিশ জারি করেছে।'

পুরসভা সুদীপ্ত গুপ্ত ও আরশাদ রেজার নামে কাজ বন্ধ রাখার নোটিশ টাঙিয়েছে। স্থানীয় বাসিন্দাদের অভিযোগ, ওই দুই ব্যক্তি জমির মালিক না হওয়া সত্ত্বেও সেখানে নির্মাণের উদ্দেশ্যে সামগ্রী ফেলেন। সুদীপ্ত গুপ্ত জানান, তাঁরা আইনকে সম্মান করেন। আইন অমান্য করে কোনও কাজ করা হবে না। কোনও অবস্থাতেই পুর আইন লঙ্ঘন করা হবে না। এ বিষয়ে ইসলামপুর পুরসভার প্রশাসক কানাইয়ালাল আগরওয়াল বলেন, 'আমরা খোঁজ নিয়ে জেনেছি, জমির মালিক শান্তিবালা ঘোষ নিখোঁজ। কেউ বারো বছর নিখোঁজ থাকলে, তিনি জমির মালিকানা দাবি করতে পারেন না। এছাড়া শান্তিবালাদেবী মারা গিয়েছেন বলে আমাদের জানা নেই। ওই জমির উত্তরাধিকার দাবি করতে হলে শান্তিবালাদেবী মৃত্যু শংসাপত্র দেখানোর পাশাপাশি তাঁর উত্তরাধিকার সংক্রান্ত তথ্য জমা করতে হবে। এই সংক্রান্ত কাগজপত্র পেশ করতে পারলে পুরসভার কোনও আপত্তি থাকবে না।'

তৃণমূলের কর্মীসভা

বানারহাট, ১৫ সেপ্টেম্বর : বেশ কিছু গ্রাম পঞ্চায়েতে দলের একাংশ দুর্নীতিতে জড়িয়ে পড়েছে। মঙ্গলবার বিকেলে বানারহাটে এক কর্মীসভা শেষে তৃণমূল কংগ্রেসের জলপাইগুড়ি জেলার পর্যবেক্ষক ডঃ অলক দাস একথা জানান। অলকবাবু বলেন, 'জেলার পর্যবেক্ষক হিসেবে অরূপ বিশ্বাসকে দায়িত্ব দেওয়া হয়। কিন্তু অরূপবাবুই আমাকে জেলা দেখাশোনার দায়িত্ব দেন। দলীয় কর্মীদের মধ্যে যে মনোমালিন্য রয়েছে তা কাটিয়ে সংগঠনকে আগের চেয়ে আরও শক্তিশালী করে গড়ে তোলার কাজ ইতিমধ্যেই শুরু হয়ে গিয়েছে।' পুজোর আগেই সমস্ত ব্লক ও অঞ্চল তথা বুথ কমিটি গঠনের কাজ শেষ করে ফেলার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে বলে তিনি জানান। এদিন কর্মীসভায় দলের কর্মীদের অনেককেই দলের একাংশের বিরুদ্ধে ক্ষোভ প্রকাশ করতে দেখা যায়। এসজেডিএ'র চেয়ারম্যান বিজয়চন্দ্র বর্মন, মহিলা তৃণমূল কংগ্রেসের জেলা সভানেত্রী মহুয়া গোপ, হিন্দুস্তান লেবার ফেডারেশনের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক সুনীল সরকার প্রমুখ উপস্থিত ছিলেন।

পর্যটনে আস্থা ফেরাতে পাহাড়বাসীর সঙ্গে কথা

কেন আলোচনা

- পাহাড়ে হোটেল এবং রেস্তোরাঁ খোলার অনুমতি দিয়েছে জেলা প্রশাসন
- পাহাড় পরিস্থিতি নিয়ে খোঁজখবর শুরু করেছেন পর্যটকরা
- করোনা পরিস্থিতিতে বাইরের লোক নিয়ে শঙ্কায় রয়েছেন পাহাড়বাসীর একাংশ
- বাসিন্দারা যাতে নতুন করে বিরোধের রাস্তায় না হাঁটেন, তার জন্য এই আলোচনা

শিলিগুড়ি, ১৫ সেপ্টেম্বর : পর্যটনে পাহাড়ের আস্থা ফেরাতে নয়া উদ্যোগ। পুজো পর্যটনে সরকারি স্বাস্থ্যবিধি কার্যকর করার পাশাপাশি কোভিড পরিস্থিতিতে পাহাড়ের মানুষ কী চাইছেন, তা জানতে উদ্যোগী হল কনফেডারেশন অফ ইন্ডিয়ান ইন্ডাস্ট্রিজ (সিআইআই) এবং হিমালয়ান হসপিটালিটি অ্যান্ড টুরিজম ডেভেলপমেন্ট নেটওয়ার্ক। পৃথকভাবে দুটি সংগঠনই মঙ্গলবার পাহাড়ে সেখানকার মানুষের সঙ্গে বৈঠক করে মন বোঝার চেষ্টা করল। পর্যটন ছাড়া যে পাহাড়ের অর্থনীতি, রুটিরুজির হাল ফেরানো অসম্ভব, সংগঠনের কর্তারা তা বোঝালেন পাহাড়বাসীকে। সিআইআইয়ের উত্তরবঙ্গের চেয়ারম্যান সঞ্জিত সাহা বলেন, 'পুজো আসছে। নিশ্চিতভাবে পর্যটকরা পাহাড়ে বেড়াতে আসবেন। এমন পরিস্থিতিতে কীভাবে মনের ভয় দূর করে নিজেদের সুরক্ষিত রেখে পর্যটকদের স্বাগত জানাতে হবে, তা নিয়েই আমরা মূলত এখানকার বিভিন্ন সংগঠনের সঙ্গে আলোচনা করেছি।' হিমালয়ান হসপিটালিটি অ্যান্ড টুরিজম ডেভেলপমেন্ট নেটওয়ার্কের সাধারণ সম্পাদক সম্রাট সান্যাল বলেন, 'বর্তমান পরিস্থিতিতে পাহাড়ের সাধারণ মানুষ কী ভাবছেন, তা জানা অত্যন্ত প্রয়োজন ছিল। তাই এখানকার প্রচুর মানুষের সঙ্গে আমরা কথা বলেছি। মতবিনিময়ের মাধ্যমে আমরা পর্যটনের নতুন রূপরেখা তৈরির সিদ্ধান্ত নিয়েছি।' সম্প্রতি পাহাড়ে হোটেল এবং রেস্তোরাঁ খোলার অনুমতি দিয়েছে দার্জিলিং এবং কালিম্পং জেলা প্রশাসন। তবে এখনও পর্যন্ত সেই অর্থে পাহাড়ে পর্যটকের পা পড়েনি। তাছাড়া কোভিড পরিস্থিতিতে বাইরের লোক নিয়ে আশঙ্কায় রয়েছেন পাহাড়ের বড় একটা অংশ। তাঁরা যাতে নতুন করে বিরোধের রাস্তায় না হাঁটেন, তার জন্য পৃথকভাবে দুটি সংগঠনের এই উদ্যোগ বলে মনে করা হচ্ছে।

তিন দফার টানা লকডাউন শেষ হতে সমস্ত হোটেল খোলার অনুমতি দিয়েছিল রাজ্য প্রশাসন। রাজ্যের বাকি অংশের সঙ্গে পাহাড়েও হোটেল খুলেছিল। কিন্তু সাতদিন যেতে না যেতেই তা বন্ধ করার সিদ্ধান্ত নিতে হয়েছিল গোর্খাল্যান্ড টেরিটোরিয়াল অ্যাডমিনিস্ট্রেশন বা জিটিএ–কে। এর মূলেই রয়েছে স্থানীয়দের বিরোধিতা। এমনকি দার্জিলিং, কালিম্পংয়ে পর্যটক হেনস্তার ঘটনাও ঘটেছে। ফলে নতুন করে জেলা প্রশাসন পর্যটন চালুর ক্ষেত্রে সবুজ সংকেত দিলেও পুজো পর্যটন নিয়ে কিছুটা হলেও আশঙ্কিত পর্যটন ব্যবসায়ীরা। পাহাড়ে হোটেল খোলার খবর প্রকাশ্যে আসতেই পাহাড় পরিস্থিতি নিয়ে খোঁজখবর শুরু করেছেন পর্যটকরা। কিন্তু সঠিক উত্তর তাঁরা অনেক ক্ষেত্রে দিতে পারছেন না। আর এই কারণেই মঙ্গলবার পাহাড়ের মন বুঝতে হিমালয়ান হসপিটালিটি অ্যান্ড টুরিজম ডেভেলপমেন্ট নেটওয়ার্ক এবং সিআইআই পৃথকভাবে পাহাড়ে বৈঠক করে।

সিটংয়ে বাসিন্দাদের সঙ্গে ব্যবসায়ীদের বৈঠক। – সংবাদচিত্র

পর্যটন ব্যবসায়ীদের সংগঠনটি আলোচনায় বসে সিটং এলাকায়। ছোট ছোট বৈঠক করা হয় সিটং সহ আশপাশ এলাকার বাসিন্দাদের সঙ্গে। আলাদাভাবে বৈঠক হয় আপার সিটং হোমস্টে এবং লাটপাঞ্চার হোমস্টে অ্যাসোসিয়েশনের সঙ্গেও। পরিস্থিতি নিয়ে বিভিন্ন মানুষ, সংগঠনের সঙ্গে কথা বলেন সম্রাট সান্যাল, তন্ময় গোস্বামী, জিতু গিরি, শান্তনু চৌধুরীরা। এদিকে, লামাহাটায় সেখানকার বিভিন্ন হোমস্টে মালিক এবং সাধারণ মানুষের সঙ্গে পর্যটন এবং রুটিরুজি নিয়ে আলোচনা করেন সঞ্জিত সাহা, রাজ বসু, নরবু জি লামারা। সরকারি স্বাস্থ্যবিধিতে নজর দিলে যে নিজেদের সুরক্ষিত রাখা সম্ভব এবং রুটিরুজির সংস্থান হবে, সেটাই বোঝান তাঁরা।

রাস্তা সংস্কার ও নির্মাণে ৯ কোটি

জলপাইগুড়ি, ১৫ সেপ্টেম্বর : পঞ্চদশ অর্থ কমিশনের প্রাপ্ত অর্থ থেকে ন'কোটি ছ'লক্ষ টাকা জলপাইগুড়ি জেলার গ্রামীণ এলাকায় ৩৬টি রাস্তা সংস্কার এবং নির্মাণে জেলা পরিষদ খরচ করবে। জেলা পরিষদের সহকারী সভাধিপতি দুলাল দেবনাথ বলেন, জেলার গ্রামীণ যোগাযোগ ব্যবস্থা উন্নত করা জেলা পরিষদের অন্যতম কর্মসূচি। তাই পঞ্চদশ অর্থ কমিশনের প্রথম কিস্তির ১৪ কোটি টাকার মধ্যে ন'কোটি ছ'লক্ষ টাকা সড়ক সংস্কারের কাজে ব্যয় করা হচ্ছে। রাস্তা নির্মাণ ও সংস্কারে টেন্ডার প্রক্রিয়া ইতিমধ্যেই হয়েছে। দ্রুত সর্বত্র কাজ শুরু হবে। জেলা পরিষদের কর্মাধ্যক্ষ মনোজ তামাং সম্প্রতি প্রয়াত হয়েছেন। জেলা পরিষদ চত্বরে পরিস্রুত পানীয় জলের ব্যবস্থা করার জন্য একটি প্রকল্প নেওয়া হয়েছে। পানীয় জলের জন্য নির্বাচিত জায়গাটি মনোজ তামাংয়ের স্মরণে করা হবে।

পরিদর্শন

জলপাইগুড়ি, ১৫ সেপ্টেম্বর : মঙ্গলবার কেন্দ্রের অডিট দল জেলার দুটি গ্রাম পঞ্চায়েত ঘুরে দেখল। দুই সদস্যের ওই প্রতিনিধিদল আংরাভাসা–২ নম্বর ও শুক্কাপাড়া পঞ্চায়েত অফিসে যায়। পঞ্চায়েত এলাকায় ১০০ দিনের কাজের প্রকল্পের হিসেবের কাগজপত্র খতিয়ে দেখে। দুই পঞ্চায়েতের কাজ দেখে কেন্দ্রের ১০০ দিনের কাজের অডিটে দল সন্তোষপ্রকাশ করেছে।

দুর্ঘটনায় জখম ৫

চোপড়া, ১৫ সেপ্টেম্বর : চোপড়ার কালাগছ এলাকায় মঙ্গলবার একটি টোটোর সঙ্গে তিন চাকার একটি অটোর সংঘর্ষে দুজন স্কুল পড়ুয়া সহ মোট ৫ জন জখম হন। জখমদের স্থানীয় দলুয়া ব্লক স্বাস্থ্যকেন্দ্রে নিয়ে যাওয়া হয়। পুলিশ ও স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, সংঘর্ষের পর স্থানীয়রা জখমদের উদ্ধার করে স্বাস্থ্যকেন্দ্রে পাঠান।

মিছিল

খড়িবাড়ি, ১৫ সেপ্টেম্বর : ভাষণ নয়, কাজ চাই– এই স্লোগানকে সামনে রেখে মঙ্গলবার খড়িবাড়িতে বিক্ষোভ মিছিল করল ডিওয়াইএফআইয়ের খড়িবাড়ি–বুড়াগঞ্জ লোকাল কমিটি। বেকারদের কর্মসংস্থান, কাজের অধিকারকে সাংবিধানিক স্বীকৃতি সহ একাধিক দাবিতে এদিন সংগঠনের তরফে বিক্ষোভ মিছিল করা হয়। মিছিলটি খড়িবাড়ি বাজারের বিভিন্ন পথ পরিক্রমার পর পথসভা করা হয়।

জল দাঁড়ানোয় সমস্যা চোপড়ায়

চোপড়া, ১৫ সেপ্টেম্বর : সদর চোপড়ার ব্লকপাড়াতে বেশ কিছু বাড়ি জলমগ্ন হয়ে পড়ায় সমস্যায় পড়েছেন স্থানীয় বাসিন্দারা। পর্যাপ্ত নিকাশি ব্যবস্থা না থাকায় সামান্য বৃষ্টি হলেই জল জমে থাকে বলে অভিযোগ। বেশ কয়েকজনের ঘরেও জল উঠে যায়। এ ব্যাপারে স্থানীয় পঞ্চায়েত ও প্রশাসনের কোনওরকম ভ্রূক্ষেপ নেই বলে অভিযোগ। বাসিন্দাদের মধ্যে গীতা মল্লিক, প্রমিলা বিশ্বাস, যমুনা সরকার প্রমুখ জানান, বর্ষা শুরু হতেই এই সমস্যায় ভুগতে হচ্ছে। বৃষ্টি হলেই বাড়িতে দুই–তিনদিন জল দাঁড়িয়ে থাকে। অনেকের ঘরে রান্না পর্যন্ত বন্ধ হয়ে যায়। এসব দেখার কেউ নেই। মহাদেব সরকার বলেন, 'গত দু'দিন ধরে হাঁটুজল পেরিয়ে ঘরে উঠতে হচ্ছে। এটা নতুন সমস্যা নয়। কয়েক বছর ধরেই এভাবে ভোগান্তি পোহাতে হচ্ছে।' তিনি বলেন, 'সমস্যার কথা সদর এলাকার সবাই জানেন। স্থানীয় গ্রাম পঞ্চায়েতও জানে। প্রশাসনের নজরে আনা হয়েছে। তবুও লাভ হচ্ছে না।' স্থানীয় চোপড়া গ্রাম পঞ্চায়েত সূত্রে জানানো হয়েছে, কয়েকদিন আগেই ব্লকপাড়ার মূল নিকাশিনালাটি সাফাই করা হয়। আবর্জনা জমে ফের জল বেরোনোর সমস্যা তৈরি হতে পারে। জাতীয় সড়কের ফুটপাথের ধার দিয়ে একমাত্র নালা দিয়ে গোটা ব্লকপাড়ার বাড়ির জল বের হয়। নালার ওপর আবর্জনা জমার ফলে বেশিরভাগ সময় সমস্যা হয়।

জলে ক্ষতিগ্রস্ত আনারসখেত। ছবি : মনজুর আলম

এদিকে, থানার সামনের মাঠে হাঁটুজল দাঁড়িয়ে আছে। এখানকার জল বের হওয়ারও রাস্তা নেই। অনেক সময় মাঠের জমা জল উপচে ব্লকপাড়াতে ঢুকছে। গ্রাম পঞ্চায়েত প্রধান করণ মার্ডি বলেন, 'খোঁজ নিয়ে দেখা হচ্ছে।' স্থানীয় পঞ্চায়েত সমিতির সদস্য লতিকা সিংহরায়চৌধুরী বলেন, 'ব্লকপাড়াতে আগে যে সব নিকাশিনালা ছিল, অনেক ক্ষেত্রে ঘরবাড়ি হওয়াতে সেগুলি বন্ধ হয়ে পড়েছে। ফলে সমস্যা বেড়েছে। পঞ্চায়েত সমিতি ও গ্রাম পঞ্চায়েতের সঙ্গে আলোচনা করে এ ব্যাপারে প্রয়োজনীয় উদ্যোগ নেওয়া হচ্ছে।'

ঘিরনিগাঁও গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকার রাহাদিগছ এলাকায় জলমগ্ন হয়ে পড়েছে কয়েকটি পরিবার। এলাকায় রাস্তা সংস্কারের কাজ হওয়াতে কালভার্ট বন্ধ আছে। ফলে নিকাশি সমস্যায় বৃষ্টির জল আটকে ভোগান্তি পোহাতে হচ্ছে স্থানীয়দের। বাসিন্দাদের মধ্যে সপিকুল ইসলাম, জাকির আলম প্রমুখ জানান, সমস্যার কথা স্থানীয় গ্রাম পঞ্চায়েতের নজরে এনেও লাভ হচ্ছে না। স্থানীয় গ্রাম পঞ্চায়েত প্রধান হাসনা বানু বলেন, 'শুনেছি বৃষ্টির জল আটকে পড়ায় কয়েকটি পরিবারে সমস্যা দেখা দিয়েছে। এব্যাপারে প্রয়োজনীয় উদ্যোগ নেওয়া হচ্ছে।'

মাঝিয়ালি গ্রাম পঞ্চায়েতের ৩ নম্বর হাঁসখালি এলাকায় একটি কালভার্টের নীচ দিয়ে আসা বৃষ্টির জলে এলাকার বেশ কিছু চাষির ফসল তলিয়ে যায়। এই ঘটনায় এলাকার চাষিরা উদ্বেগে রয়েছেন। এর ফলে কয়েক বিঘা আনারস ও ধানখেতের ক্ষতি হয়েছে বলে স্থানীয়রা জানিয়েছেন। স্থানীয় বাসিন্দা মহম্মদ সোপিল, হাসিরিদ্দিন প্রমুখ বলেন, গত কয়েকদিনে জল বেড়ে গিয়েছে। একটি কালভার্টের কাছে ভাঙন হওয়ায় চাষের জমিতে জল ঢুকেছে। ফলে এলাকার চাষিরা চরম উদ্বেগে রয়েছেন। স্থানীয় গ্রাম পঞ্চায়েত প্রধান সহর বানুর স্বামী হামিদুর রহমান বলেন, বোকনবন্ধা সহ কয়েকটি এলাকার জল এই কালভার্টের নীচ দিয়ে এসে খালে পড়ত। সেখানে ভাঙন হওয়ায় এই সমস্যা হয়েছে।

দ্বিতীয় দিনে গেট মিটিং

নাগরাকাটা ও মেটেলি, ১৫ সেপ্টেম্বর : ন্যূনতম মজুরি না হওয়া পর্যন্ত পুরোনো ধাঁচের ৩ বছরের চুক্তির মাধ্যমে বেতনবৃদ্ধির দাবিতে মঙ্গলবারও ডুয়ার্সের বিভিন্ন চা বাগানে স্টাফ ও সাব–স্টাফদের গেট মিটিং কর্মসূচি পালিত হল। সোমবার থেকে স্টাফ, সাব–স্টাফ জয়েন্ট কমিটির তরফে ওই আন্দোলন শুরু হয়। এদিনের গেট মিটিং থেকে চা বাগানের শ্রমিক–কর্মচারীদের অবসরের বয়স ৬০ বছর করা, শূন্যপদে নিয়োগের দাবির কথাও উঠে এসেছে।

জয়েন্ট কমিটির তরফে পার্থ লাহিড়ি বলেন, 'বুধ ও বৃহস্পতিবার স্টাফ ও সাব–স্টাফরা কালো ব্যাজ পরে কাজ করবেন। শুক্রবার বাগানে বাগানে পালিত হবে ৩ ঘণ্টার কর্মবিরতি। এরপরও যদি মালিকপক্ষের কাছ থেকে কোনও সদুত্তর না মেলে, তবে ২২ থেকে ২৪ সেপ্টেম্বর পর্যন্ত ফের ৩ ঘণ্টা করে কর্মবিরতি হবে।' আরেক নেতা সন্তোষ হাতি বলেন, 'এরপর প্রয়োজনে আরও বড় মাপের আন্দোলন গড়ে তোলা হবে।' এদিন ওদলাবাড়ি, মালবাজার, মেটেলি, চালসা, নাগরাকাটা, বানারহাট, বিন্নাগুড়ি সহ বিভিন্ন এলাকার বাগানগুলিতে প্রবল বৃষ্টির মধ্যেও গেট মিটিংয়ে যোগ দিয়েছেন স্টাফ ও সাব–স্টাফরা। মেটেলি ব্লকের চিলৌনি, বড়দিঘির মতো বাগানগুলিতে গেট মিটিংকে কেন্দ্র করে ভালো সাড়া পড়ে।

নাগরাকাটার জিতি, হোপ, ভগৎপুর, ক্যারন, লুকসান, হিলার মতো বাগানগুলিতেও গেট মিটিং হয়। স্টাফ ও সাব–স্টাফ আন্দোলনের জিতি চা বাগানের বিষ্ণু ছেত্রী নামে এক নেতা বলেন, 'গত ৩ বছর ধরে বেতন বাড়েনি। চড়া দ্রব্যমূল্যের এমন সময়ে বাগানের কর্মচারীদের সংসার চালাতে নাভিশ্বাস উঠেছে।'

রাস্তা নিয়ে ক্ষোভ

ধূপগুড়ি, ১৫ সেপ্টেম্বর : গ্রামীণ রাস্তা বেহাল নিয়ে এবার সোশ্যাল মিডিয়ায় ক্ষোভ উগরে দিলেন গ্রামবাসীরা। ঘটনাটি ঘটেছে ধূপগুড়ি ব্লকের গাদং–২ গ্রাম পঞ্চায়েতে। অভিযোগ উঠেছে, ভোটকেন্দ্রের মূল রাস্তা বেহাল রয়েছে। স্থানীয় জনপ্রতিনিধি ঘটনাটি জেনেও কর্ণপাত করেননি। দীর্ঘদিন থেকে রাস্তা বেহাল হয়ে থাকলেও জনপ্রতিনিধিরা গুরুত্ব দেননি। এদিকে গ্রাম পঞ্চায়েত প্রধান সুশীল রায় বলেন, 'ওই রাস্তা নির্মাণের বিষয়টি গ্রাম সংসদে কেউ বলেননি। স্বাভাবিকভাবে গ্রাম পঞ্চায়েতের কাজের অ্যাকশন প্ল্যানে ধরা হয়নি।' অপরদিকে, ওই এলাকার রাস্তা কেটে দেওয়ার অভিযোগও উঠেছে।

কাজে না নেওয়ায় কারখানায় বিক্ষোভ

ধূপগুড়ি, ১৫ সেপ্টেম্বর : স্থায়ী শ্রমিক হওয়া সত্ত্বেও প্রায় তিন বছর থেকে তাঁরা কাজে যোগ দিতে পারছেন না। এই নিয়ে আগে একাধিক আন্দোলন হলেও মালিকপক্ষ কোনও ব্যবস্থা নেয়নি। বাধ্য হয়ে মঙ্গলবার ধূপগুড়ি মোরঙ্গা সংলগ্ন প্লাইউড কারখানার গেটে সিটু প্রভাবিত শ্রমিকরা বিক্ষোভ দেখালেন। তাঁদের অভিযোগ, প্লাইউড কারখানা বন্ধ হওয়ার পর স্থায়ী ও অস্থায়ী শ্রমিকরা বিপাকে পড়েন। পরে দীর্ঘ ১১ মাস পর কারখানা খুলে যায়। সব স্থায়ী শ্রমিক কাজে যোগ দিলেও সিটু প্রভাবিত ১৫ জন শ্রমিককে কাজে নেওয়া হয়নি, এমনকি তাঁদের গ্র্যাচুইটি সহ অন্যান্য পাওনা এখনও বকেয়া রয়েছে। টানা তিন বছরে একাধিকবার মালিকপক্ষের কাছে লিখিতভাবে জানিয়েও সুরাহা হয়নি। মালিকপক্ষ শুধুই প্রতিশ্রুতি দিয়ে গিয়েছে। সিটু নেতা তাপস সরকার বলেন, 'মালিকপক্ষের কাছে সাতদিনের সময় দিয়ে লিখিতভাবে জানানো হয়। পরে ফোনে মালিকপক্ষ ১৫ দিন সময় নেয়। ১৫ দিন পার হওয়ার পরই এদিন আন্দোলনে নামা হয়েছে। মালিকপক্ষের কাছে টাকা এখনও বকেয়া রয়েছে। বকেয়া মেটানো না হলে ওই শ্রমিকদের কাজে যোগ দেওয়ানোর দাবি জানানো হয়েছে।' পাশাপাশি বৃহত্তর আন্দোলনে নামার হুঁশিয়ারিও তিনি দিয়েছেন। এদিন মালিকপক্ষের সঙ্গে যোগাযোগের চেষ্টা করা হলেও তাদের পাওয়া যায়নি।

স্মরণসভা

রাজগঞ্জ, ১৫ সেপ্টেম্বর : মঙ্গলবার রাজগঞ্জে প্রয়াত প্রাক্তন রাষ্ট্রপতি প্রণব মুখোপাধ্যায়ের স্মরণসভা হল। এদিন ব্লক কংগ্রেসের তরফে রাজগঞ্জ বাজারের পিকআপ ভ্যান স্ট্যান্ডে স্মরণসভা করা হয়। এদিন পুষ্পার্ঘ্য দিয়ে শ্রদ্ধাজ্ঞাপন ও নীরবতা পালনের পাশাপাশি ভারতরত্ন প্রণব মুখোপাধ্যায়ের রাষ্ট্রপতি হিসেবে দেশের জন্য অবদান এবং তাঁর রাজনৈতিক জীবন নিয়ে আলোচনা করা হয়। স্মরণসভায় কংগ্রেসের জলপাইগুড়ি জেলার সভাপতি নির্মল ঘোষদস্তিদার, ইনটাকের জেলা সভাপতি তথা কংগ্রেসের রাজগঞ্জ ব্লক সভাপতি দেবব্রত নাগ প্রমুখ উপস্থিত ছিলেন।

সংবর্ধনা

বানারহাট, ১৫ সেপ্টেম্বর : করোনা জয়ী বানারহাট ১ নম্বর গ্রাম পঞ্চায়েতের সদস্য কুট্টি নন্দীকে সংবর্ধনা জানানো হল তৃণমূলের পক্ষ থেকে। মঙ্গলবার বিকালে বানারহাট এলআরপি মোড় দলীয় কার্যালয়ে ব্লক সভাপতি নয়ন দত্ত, কার্যকরী সভাপতি সাগর গুরুং, যুব সভাপতি বিমল মাহালি, যুব নেতা মানস দত্ত প্রমুখ তৃণমূল নেতা কুট্টি নন্দীর হাতে ফুলের তোড়া দিয়ে সংবর্ধনা জানান। কুট্টি নন্দী বলেন, 'করোনা সংক্রামিত হওয়ার পর যেভাবে দলীয় কর্মীরা আমার পাশে দাঁড়িয়ে মনোবল বাড়িয়েছেন, তাতে আমি সকলের প্রতি কৃতজ্ঞ।'

গোরু আটক

ফাঁসিদেওয়া, ১৫ সেপ্টেম্বর : ভারত–বাংলাদেশ সীমান্ত দিয়ে পাচারের আগে সীমান্ত রক্ষীবাহিনী ছ'টি গোরু উদ্ধার করল। মঙ্গলবার ফাঁসিদেওয়ার ধনিয়া মোড় সংলগ্ন এলাকায় মহানন্দা বিওপি'র জওয়ানরা টহল দেওয়ার সময় গোরুগুলি আটক করেছেন। এদিন বিষয়টি নিয়ে সীমান্ত রক্ষীবাহিনী থানায় অভিযোগ জানিয়েছে। উদ্ধার হওয়া গোরু থানায় জমা দেওয়া হয়েছে। তবে এই ঘটনায় কাউকে বিএসএফ বা পুলিশ গ্রেপ্তার করতে পারেনি।

বিশ্বকর্মাপুজো নিয়ে দুই জেলায় দুই রকম ছবি

উত্তর দিনাজপুরে প্রতিমার চাহিদা নেই

চোপড়া ও চাকুলিয়া, ১৫ সেপ্টেম্বর : বিশ্বকর্মাপুজোর প্রতিমা সাজিয়ে রাখলেও সেরকমভাবে বায়না পাননি চোপড়ার মৃৎশিল্পীরা। তবুও ঝুঁকি নিয়ে বেশ কিছু প্রতিমা শিল্পীরা তৈরি করেছিলেন। কিন্তু, মঙ্গলবার তেমন বিক্রি না হওয়ায় মৃৎশিল্পীদের মাথায় হাত পড়েছে। চোপড়া ব্লকের কালাগছের মৃৎশিল্পী শ্যামল পাল বলেন, এখনও মাত্র দশটি প্রতিমার বায়না পেয়েছি। শিল্পী সমীর পাল বলেন, দোরগোড়ায় বিশ্বকর্মাপুজো। কিন্তু সেরকমভাবে প্রতিমার বরাত আসেনি। চোপড়া ব্লক মৃৎশিল্প উন্নয়ন সমিতির সভাপতি মন্টু পাল বলেন, 'করোনার জন্য ব্লকের শিল্পীরা নানান সমস্যায় রয়েছেন। এবার কোনও পুজোয় তেমন বরাত পাওয়া যাচ্ছে না। তাই শিল্পীরা চিন্তায় রয়েছেন।'

অন্যদিকে, অনেক আশা নিয়ে এবার চাকুলিয়ার মৃৎশিল্পীরা প্রতিমা গড়েছিলেন। কিন্তু, করোনার জন্য অর্থনৈতিক মন্দার প্রভাব পুজোয় পড়েছে। তাই প্রতিমা তৈরি হলেও তেমন বায়না আসেনি। প্রতিমা সাজিয়ে অনেকে দোকানের সামনে বসে রয়েছেন। কিন্তু, বিক্রি নেই। তাই তাঁরা হতাশার প্রহর গুনছেন। চাকুলিয়ায় ১০ জন মৃৎশিল্পী রয়েছেন। তাঁরা সকলেই রায়গঞ্জের বিভিন্ন এলাকা থেকে এসে চাকুলিয়ায় কাজ করেন। চাকুলিয়ার এক মৃৎশিল্পী নিখিল পাল বলেন, 'গত বছর ৭০টি বিশ্বকর্মার প্রতিমা গড়েছিলাম। তখন সব প্রতিমা বিক্রি হয়েছিল। এবার তার অর্ধেক গড়েছি। কিন্তু, মাত্র পাঁচটি প্রতিমার বরাত পেয়েছি। আমরা তিনজন মিলে এক মাস ধরে প্রতিমা গড়ছি। যদি বিক্রি না হয়, তাহলে কী করব? কীভাবে আমাদের সংসার চলবে, তা নিয়ে চিন্তায় আছি।' কানকি এলাকায় কাজ করেন রায়গঞ্জের এক মৃৎশিল্পী শ্যামল পাল। তিনি জানান, প্রতিমা গড়তে মাটি থেকে শুরু করে সব কিছুই কিনতে হয়। একটা প্রতিমা গড়তে আমাদের প্রায় এক হাজার টাকা খরচ হয়। খুব বেশি হলে দেড় হাজার টাকায় তা বিক্রি হয়। তাও এবার গত বছরের মতো বিক্রি নেই। এবার প্রতিমা গড়ে লাভ তো দূরের কথা, ঘরভাড়া ও খাওয়ার খরচ উঠছে না।'

চাকুলিয়ার মোটরবাইক মিস্ত্রি রঞ্জন দাস বলেন, 'লকডাউনের সময় থেকে মন্দা শুরু হয়েছে। এখন আর আগের মতো খরিদ্দার আসেন না। কাজও তেমন হয় না।' এলাকার মানুষ কৃষির ওপর নির্ভর করেন। অতিবৃষ্টির জন্য ভুট্টা চাষে ব্যাপক ফলন মার খেয়েছে। তার প্রভাব প্রত্যেক ব্যবসায়ীর ওপর পড়েছে। অর্থের অভাবে পুজোয় আগ্রহ কমেছে।

মাটিগাড়ার মৃৎশিল্পীদের মনে আশার আলো

বাগডোগরা, ১৫ সেপ্টেম্বর : করোনার আবহে কয়েক মাস কালী, মনসা, বাসন্তী, গণেশ প্রতিমা বিক্রি কম হয়েছে। এখন পরিস্থিতির কিছুটা উন্নতি হওয়ায় মাটিগাড়ার মৃৎশিল্পীরা আশা করছেন বিশ্বকর্মাপুজোর জন্য মূর্তি বিক্রি ভালো হবে। মাটিগাড়ার মৃৎশিল্পীরা আশা করছেন মূর্তিগুলি অধিকাংশ বিক্রি হয়ে যাবে। মাটিগাড়া পালপাড়ার মৃৎশিল্পী নবকুমার পাল বলেন, 'করোনার জন্য কয়েকমাস প্রতিমা বিক্রি হয়নি বললেই চলে। যেমন কালী, রাধাকৃষ্ণ, গণেশ, বাসন্তী এই সব প্রতিমা এ বছর হয়নি বললেই চলে। ২৫ জন কর্মী আছেন। কাজ না থাকায় সমস্যা হয়েছে। আমরা আশা করছি, এবার বিশ্বকর্মাপুজোয় বড় মূর্তি বিক্রি বেশি না হলেও মাঝারি ও ছোট প্রতিমা সব বিক্রি হয়ে যাবে।' অপর শিল্পী প্রবীর পাল বলেন, 'গত বছর আমরা বিশ্বকর্মার মূর্তি বড়, মাঝারি, ছোট মিলিয়ে প্রায় ৫০০টি তৈরি করেছিলাম। প্রায় সবগুলি বিক্রি হয়েছিল। এ বছর করোনার জন্য পুজোর আয়োজন কিছুটা ছোট হওয়ায় বড় মূর্তির চাহিদা কম থাকবে। বাকিগুলি বিক্রি হয়ে যাবে বলে আশা করছি।' দুর্গা মূর্তির বিষয়ে প্রবীরবাবু বলেন, 'প্রতিবছর আমরা ৬০টির মতো দুর্গার মূর্তি তৈরি করে থাকি। তবে এ বছর আশঙ্কা করছি বেশি বড় মূর্তি বিক্রি হবে না।' মাটিগাড়ার সাধন পাল নামে এক মৃৎশিল্পী বলেন, 'এবার করোনার জন্য মনসা, কালী, গণেশ মূর্তি একটাও বিক্রি হয়নি। আমার কারখানায় চারজন কর্মী রয়েছেন। তাঁরাও আর্থিকভাবে সমস্যায় পড়েছেন। গত বছর ১৭৫টি বিশ্বকর্মা মূর্তি বিক্রি হয়েছিল। এ বছর কতগুলি বিক্রি হবে বুঝতে পারছি না। আমার এখান থেকে পাহাড়ে দুর্গা প্রতিমা যায়। যেমন দার্জিলিং, লোধামা, তিনধারিয়া, কার্সিয়াংয়ে এখান থেকে দুর্গা গিয়েছিল। এবার কেউ বায়না করতে আসেননি।' ভবেশ পাল নামে আরেক মৃৎশিল্পী বলেন, 'গত বছর প্রায় ২০০টি প্রতিমা বিক্রি করেছিলাম। এ বছর ১৫০টি তৈরি করেছি। আশা করছি বিক্রি হবে।'

মাটিগাড়ায় বিশ্বকর্মা মূর্তি। ছবি : খোকন সাহা